তারিখ 30 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্য দৃঢ় উদ্যোগ চাই ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আন্তরিক আহবান জানিয়েছেন।

বাসস জানায়, তিনি রোববার বিকালে 'দেশকে নিরক্ষরতা ও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার পন্থা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি দৃঢ় উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সাক্ষরতার হার না বাড়িয়ে কোন দেশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। প্রেসিডেন্ট জানান, এ কারণেই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংকল্প প্রয়োজন।

আটে: পাতায় ৬ কঃ দ্রঃ

প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পৃঃ পর)

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ডঃ খন্দকার বজলুল হক। জাতীয় সংসদের উপনেতা ডাঃ একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

সাবেক শিক্ষা সচিব ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ কাজী সালেহ আহমদ, সংসদ সদস্য অধ্যাপক ওসমান গনি এবং আব্দুর রব চৌধুরীও আলোচনায় অংশ নেন।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখন সমাজের বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অথবা সহিংসতা শুধু রাজনীতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয় এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে কাজেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য শুধু ছাত্রদের দোষ দেয়া ঠিক হবে না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সঙ্গে বিভিন্ন 'সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাপার' জড়িত এবং বহু কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী ছাত্রদের ব্যবহার করছে বলে অধ্যাপক চৌধুরী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, তিনি ছাত্র রাজনীতির পক্ষপাতী কারণ ছাত্ররা ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, কিন্তু এর একটা সীমা থাকা উচিত।

কাজী ফজলুর রহমান শুধু সাক্ষরতা সম্পর্কেই বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জাতিকে সাক্ষর করতে বৃহত্তর জাতীয় সংকল্প ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। অতীতে এ কর্মসূচীর যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল কারণ ছাত্র সংগঠনগুলোকে অঙ্গ সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বীকৃতি। তিনি সমাজের সকল শ্রেণীর, বিরোধী ও সরকারী দলের প্রতি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা এবং আন্তরিকভাবে এ সমস্যা সম্পর্কে সংকল্প গ্রহণের আহবান জানান।

ডঃ কাজী সালেহ আহমদ বলেন, ছাত্ররা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেজন্য কেউই এ সমস্যার আশু সমাধানে সচেষ্ট নন। ইতিমধ্যেই এ সমস্যা সমাজের জন্য ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি জানান।